যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৫ ......

পাঠ্যবইয়ের তথ্য বিকৃতি সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন আদিবাসী নেতারা

আলতাব হোসেন

দেশের ৪৫টি নৃতাত্ত্বিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের তথ্য বিকৃতি সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন আদিবাসী নেতারা। তারা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আদিবাসীদের সঠিক তথ্য পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপনের দাবি জানান। আদিবাসী নেতারা অভিযোগ করেন, কয়েক বছর ধরে তারা এসব তথ্য বিকৃতির সংশোধনের দাবি জানিয়ে এলেও কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি আমলে নিচ্ছে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতারা জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ও শিক্ষা বোর্ডের পরিচালকদের কাছে লিখিতভাবে এ দাবি জানান।

১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বইয়ে উপজাতির জীবনধারা অধ্যায়ে লেখা হয় সাওতালদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মাছ, কাকড়া, শূকর, মোরগ-মুরগি, ইদুর, গোসাপ, পাখি ও লাল পিপড়া। ১৯৯৬ সালের সংস্করণে শুধু লাল পিপড়া শব্দটি বাদ দেয়া হয়। গারোদের সম্পর্কে একই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, খরগোশ তাদের খুব প্রিয় খাদ্য। তবে বিড়াল খাওয়া তাদের ধর্মে নিষেধ। সাওতাল জনগোষ্ঠীর সদস্যরা জানিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে দেয়া তথ্যগুলো ভুল।

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আহসানুল কবীর জানান, দ্বিতীয় সংস্করণে এসব বিষয় বাদ দেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ে বাংলাদেশের উপজাতির জীবনধারা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, গারোদের গায়ের রং ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা ও বোচা, চোখের রং ঘোলাটে এবং কান আকারে বড়। খাসিয়াদের নাক চ্যাপ্টা ও বোচা। তাদের পায়ের গোড়ালি মোটা। মৌলভীবাজারের মণিপুরীরা পাঠ্যবইয়ে তাদের সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়ার প্রতিবাদে গত বছর শিক্ষা বোর্ড বরাবর প্রতিবাদলিপি দিয়েছিল। তারপরও ২০০৬ সালের পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে তাদের সম্পর্কে নানা ভুল তথ্য রয়েই গেছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেন। আদিবাসী নেতারা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে পৃ২ >> ক৬

পাঠ্যবইয়ের তথ্য বিকৃতি সংশোধনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আদিবাসীদের নিয়ে কিছু তথ্য থাকলেও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াতে আদিবাসীদের নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাপিডিয়ায় গারোরা লোহা ছাড়া সব কিছু খায় জাতীয় বাক্যও ব্যবহার করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

শিশুদের পাঠ্যবই এবং বাংলাপিডিয়ায় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলোর পরিচয় দিতে গিয়ে আদিবাসীদের দৈহিক আকার-আকৃতি, তারা কি খায় বা না খায় মূলত এ সবেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আদিবাসী নেতা এবং আদিবাসী অধিকার নিয়ে সোচ্চার ব্যক্তিরা তাদের এভাবে উপস্থাপন করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলছেন, আদিবাসীদের সম্পর্কে কোনো লেখা প্রকাশের আগে তা বিশেষজ্ঞদের দেখানো প্রয়োজন। পাঠ্যবইয়ে আদিবাসীদের মূল্যবোধ, সামষ্টিক চেতনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা উচিত।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং অভিযোগ করেছেন, অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বই পুস্তকে আদিবাসীদের সম্পর্কে নানা অবান্তর ও ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।

'গারোরা লোহা ছাড়া সব কিছু খায়' বাংলাপিডিয়ার এ মন্তব্যের সমালোচনা করে গারো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি রেভাঃ মনিন্দ্র নাথ মারাক বলেন, এ ধরনের লেখা পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে হতে পারে, আমরা হয়তো মানুষ নই, জন্তু-জানোয়ার। তিনি আদিবাসীদের সম্পর্কে কোনো লেখা প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেখিয়ে নেয়ার দাবি জানান। বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন বাগাছাসের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক অঞ্জন দ্রং বলেন, আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা বাংলাপিডিয়াতে আদিবাসী সম্পর্কে বানোয়াট তথ্য উপস্থাপন করেছেন। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশে আদিবাসী : জাতীয়ভাবে আদিবাসীদের উপস্থাপনের ধরন শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, দুর্গাপুরের রানী দ্রং ও বারমারি ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলের শিক্ষকরা গবেষণা কর্মীদের বলেছেন, পাঠ্যবইয়ে আদিবাসী সম্পর্কে এসব কথা পড়াতে গিয়ে তাদের লজ্জায় পড়তে হয়।

বাংলাপিডিয়ার তৃতীয় খণ্ডে গারোদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এদের মাথা ও মুখমণ্ডল গোলাকার, চোখ ও চুল কালো, কপাল চোখের দিকে কিছুটা বাড়ানো, ভ্রু ঘন, চোখ ছোট, গায়ের লোম কম, নাক-মুখ চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু, নাসারন্ধ্র মোটা, প্রশস্ত বুক, হস্ত-পদ পেশি স্থূল, শরীর সবল, আকৃতি বেটে, চামড়া পীতাভ মসৃণ। মানুষের মাংস ছাড়া গারোরা সবই খায়। এ খণ্ডে আরো উল্লেখ আছে, আগে গারোরা গাছের বাকল পরতো। বর্তমানে সাধারণ গারোরা জামা বা নেংটিও পরে। মেয়েরা এক টুকরো সংকীর্ণ কাপড় সম্মুখ থেকে পিঠের দিকে বেঁধে স্তন ঢেকে রাখে। এরা বাঁশের চোঙ্গায় রান্না করে এবং প্রচুর মদ পান করে। বয়স্ক গারোরা দিনে তিন বার ও শিশুরা চার বার খায়। অষ্টম খণ্ডে বলা হয়েছে, মারমারা অপেক্ষাকৃত বেটে, চোখের নিচে হাড় সামান্য উঁচু এবং চুল কালো। মারমাদের চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা এবং শরীর পীতাভ। তারা ভাত পচিয়ে প্রস্তুতকৃত তাড়ি পান করে এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে তাদের সবাই দেশজ মারমা সিগারেট পান করে। পুরুষরা মদ্যপান করে এবং অবসরে তাস বা পোকার খেলে।

খাসিয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ, নাক-মুখ চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু, চোখ কালো ও ছোট, টানা এবং খর্বকায়। অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও এ রকম অনেক নেতিবাচক তথ্য আছে।

বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বিশ্বকোষটির প্রথম সংস্করণে কিছু ত্রুটি থাকার কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান, দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে এবং বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরই লেখার দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে এসব ত্রুটি থাকবে না।